6/20/2023

মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব ও ফজিলত

IOM

Afia Tasnim
ROLL: 20202150, BATCH: 202
CONTACT: 01637066434

লেখকের কলাম

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمدلله وصلات وسلام على رسولله...

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্যে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছে, জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন, ইল্ম অর্জনের পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। তবু আমরা গাফেল হয়ে থাকি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন, ইল্ম অর্জনের ধারা অব্যাহত রাখার তৌফিক দান করুন। আমিন।

অগণিত শুকরিয়া ও প্রশংসা আমার রব্বে কারীমের প্রতি যিনি আমাকে আজ এই এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করার তৌফিক দিলেন। দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে পরিপূর্ণভাবে এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করতে না পারায় ক্ষমাপ্রার্থী। এই ভুলের দায় একমাত্রই আমার।

"মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব ও ফজিলত" নাম্নী এই এসাইনমেন্টটি যেন হাশরের ময়দানে আমার নাজাতের উসিলা হয়। আল্লাহ আমার এই প্রয়াস কবুল করুন। সাথে সর্বদা আমার নিয়ত একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দিকে পরিশুদ্ধ রাখুন। আমিন।

আমার এই লিখায় যা কিছু সুন্দর, সত্য, তার সবটুকুই মহান আল্লাহর তরফ থেকে, আর যা কিছু ভুল, তা কেবলই আমার অজ্ঞতার ফল। রব্বে কারীম আমাকে আমার ভুলের জন্য ক্ষমা করুন। সেইসাথে যারা আমার এই লিখা পড়বেন, তাঁদের সবাইকেই আমার ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইলো। তবে, আমাকে অবশ্যই ভুলের ব্যাপারে জানাবেন, যেন আমি নিজেকে শুধরে নিতে পারি ইন শা আল্লাহ।

আফিয়া তাসনিম

Email: afia.t.ritu@gmail.com

সারসংক্ষেপ

সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে এবং পৃথিবীতে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের উপর জ্ঞান অর্জন ফরজ। বিশেষত মহিলাদের জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জন গুরুত্বপূর্ণ কারণ আল্লাহর নির্দেশ নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

তাছাড়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবীয়াত এবং পরবর্তী প্রজন্মেও বহু মুসলিমা আলিমার অবস্থান এবং ইসলামে তাঁদের অবদান মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব প্রকাশ করে।

একজন নারীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রত্যেকটি পদক্ষেপেই তাকে হালাল হারাম, জায়েজ নাজায়েজ সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে। কারণ, প্রত্যেকের হিসাব আলাদাভাবেই নেয়া হবে। আত্মশুদ্ধি, আত্মোন্নয়ন ও নিজেকে পাপের সম্মুখীন হওয়া থেকে বাধা দিতে মহিলাদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন অত্যাবশ্যক।

ভূমিকা

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। অন্য যেকোনো মাখলুকের সাথে মানুষের যে একটি অনন্য পার্থক্য তা হলো অন্য মাখলুকের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও জ্ঞান বা আকল নেই। এই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যই মানুষকে অন্য সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে ইরশাদ করেন,

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি অতি উত্তম আকার আকৃতি দিয়ে, (এবং জ্ঞান ও যোগ্যতা দিয়ে যার সুন্দরতম নমুনা হল নবী রসূলগণ)।[1]

তবে মানুষ ছাড়া এমন স্বাধীন চিন্তাশক্তি আরোও একটি জাতির রয়েছে, তারা হলো জ্বিন জাতি। এই মানুষ ও জ্বিন জাতিকে স্বাধীন চিন্তাশক্তি দেয়ার পর আল্লাহ আমাদের করণীয় নিয়েও পবিত্র কুর'আনে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের করণীয় হলো, শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদাত। সূরা যারিয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জ্বিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে।[2]

আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যেই জ্ঞান অর্জন অপরিহার্য, সেটিই দ্বীনের জ্ঞান। নারীপুরুষ নির্বিশেষে, সবাইকেই দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করতে হবে। দ্বীনের মৌলিক কিছু বিষয় যেমন, সালাত, সাওম ইত্যাদি ইবাদাতের নিয়মনীতি জানা, তাজবীদের সাথে কুর'আন তিলাওয়াত করতে পারা ইত্যাদি বিষয়গুলোর জ্ঞান থাকা প্রত্যেক নরনারীর উপর ফরজ। কিছু জ্ঞান অর্জন ফরজে কিফায়া হিসেবে থাকে। কিছু জ্ঞান অর্জন মুস্তাহাব। (এ সম্পর্কে পরবর্তী অংশে আমরা বিস্তারিত জানব ইন শা আল্লাহ।)

মহিলাদের জন্য দ্বীনের জ্ঞান অর্জন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কেননা তাঁরা পরবর্তী প্রজন্মের ধারক, বাহক, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করেন।

---

[1] সূরা ত্বীন, আয়াত ৪

[2] সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬

দ্বীন কী?

আরবী دين শব্দের অর্থ ধর্ম বা বিশ্বাস। শরীয়তের ভাষায় দ্বীন বলতে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানকে বোঝায়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইসলামকে আমাদের জন্য পূর্ণাঙ্গ দ্বীন হিসেবে নির্ধারিত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন,

إِنَّآ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ

আমি তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্যতা সহকারে, (এতে নেই কোন প্রকার মিথ্যে) কাজেই আল্লাহর 'ইবাদাত কর দ্বীনকে (অর্থাৎ আনুগত্য, হুকুম পালন, দাসত্ব ও গোলামীকে) একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে।[3]

দ্বীনের জ্ঞান অর্জন

পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর ইবাদাত করতে হলে আমাদের দ্বীনের জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মানুষ হিসেবে আমাদের অন্যতম কর্তব্য দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা। পবিত্র কুর'আনের প্রথম যেই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছিল, তা ছিল জ্ঞান অর্জন বিষয়ক আয়াত। আয়াতগুলো হলো:

ٱقْرَأْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِى خَلَقَ ۝

خَلَقَ ٱلْإِنسَٰنَ مِنْ عَلَقٍ ۝

ٱقْرَأْ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۝

ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ۝

عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

পাঠ কর তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট-বাঁধা রক্তপিন্ড হতে। পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলম দিয়ে, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।[4]

---

[3] সূরা যুমার, আয়াত ২

[4] সূরা আলাক্ব, আয়াত ১-৫

পবিত্র কুর'আনের বিভিন্ন স্থানে দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

যখন মূসা আলাইহিস সালামকে মহান আল্লাহ ফিরআউনের কাছে প্রেরণ করছিলেন, সেই ঘটনা বর্ণনার পরেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের নবীজীকে আদেশ দিয়ে বললেন,

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

আল্লাহ সর্বোচ্চ, প্রকৃত অধিপতি, তোমার প্রতি (আল্লাহর) ওয়াহী সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তুমি কুরআন বক্ষে ধারণের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করো না। আর বল, 'হে আমার প্রতিপালক! জ্ঞানে আমায় সমৃদ্ধি দান করুন।'[5]

তাফসীরে আহসানুল বায়ান গ্রন্থে এই দু'আর তাফসীরে বলা হয়েছে[6], এই দু'আর মাধ্যমে আমাদের এই শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন অধিক জ্ঞান লাভের জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ প্রার্থনা করি। এর মাধ্যমে দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়।

এছাড়া মূসা আলিহিস সালামের দু'আও পবিত্র কুর'আনে উল্লিখিত আছে। মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দু'আ করেন যে,

قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِى صَدْرِى

وَيَسِّرْ لِىٓ أَمْرِى

وَٱحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى

يَفْقَهُوا۟ قَوْلِى

মূসা বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দাও, আর আমার জন্য আমার কাজকে সহজ করে দাও। আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।[7]

পবিত্র কুর'আনে বারবার জ্ঞান অর্জনের জন্য তাগিদ দেয়া হয়েছে। আর কুর'আনের তাফসীর থেকে আমরা জানতে পারি, এই জ্ঞান বলতে মূলত দ্বীনের জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে।

---

[5] সূরা ত্বা-হা, আয়াত ১১৪

[6] https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2462

[7] সূরা ত্বা-হা, আয়াত ২৫-২৮

মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব

পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব রয়েছে। আমরা এই অংশে মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করব ইন শা আল্লাহ।

মহান আল্লাহর নির্দেশ: মহান আল্লাহ পবিত্র কুর'আনে যতবার জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দিয়েছেন, কোথাও তিনি নারী পুরুষ বিভেদ করেন নি। কোথাও শুধু পুরুষকে উদ্দেশ্য করে জ্ঞান অর্জন বা ইবাদাতের বিষয়ে বলা হয়নি। সর্বত্রই মানুষজাতিকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে বা মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, নারী পুরুষ উভয় মিলেই মানবজাতি। শুধু পুরুষ একাই মানবজাতি নয়। মহিলাদের উপর যেহেতু ইবাদাত করার হুকুম রয়েছে, কাজেই, দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করাও তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আল্লাহ বলেছেন,

وَمَن يَعۡمَلۡ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ مِن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ وَلَا يُظۡلَمُونَ نَقِيرٗا

পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অনু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।[৪]

সৎ কাজের মধ্যে একটি অন্যতম কাজ হলো দ্বীনের জ্ঞান অর্জন। তাছাড়া অন্য কী কী আমল করলে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব তাও জানার উপায় দ্বীনি জ্ঞান অর্জন।

আল্লাহ অন্যত্র বলেছেন,

قُلۡ هَلۡ يَسۡتَوِي ٱلَّذِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

বল! যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।[৫]

কাজেই বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ হবার অন্যতম উপায় হলো জ্ঞান অর্জন, আর জ্ঞান অর্জনের তালিকায় প্রথমে যে দ্বীনি জ্ঞানেরই অবস্থান, সেটা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

---

[৪] সূরা আননিসা, আয়াত ১২৪

[৫] সূরা যুমার, আয়াত ৯

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলা প্রত্যেক নারীপুরুষকে জ্ঞান অর্জন করার ব্যাপারে উদ্দেশ্য করে আরোও বহু আয়াত নাজিল করেছেন। জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারটিকে সম্মাননার সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে।

একটি আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

يَرۡفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡعِلۡمَ دَرَجَٰتٖۚ

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে আর যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সুউচ্চ মর্যাদা দান করবেন।[10]

এমনকি জিহাদের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও সবাই না গিয়ে একটি দল আলাদাভাবে থাকতে বলা হয়েছে শুধুমাত্র দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের জন্য যারা হাক্ব ও বাতিলের পার্থক্য দেখিয়ে দাওয়ার কাজে থাকবেন। আল্লাহ বলেছেন,

وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةٗۚ فَلَوۡلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةٖ مِّنۡهُمۡ طَآئِفَةٞ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ لَعَلَّهُمۡ يَحۡذَرُونَ

মু’মিনদের সকলের একসঙ্গে অভিযানে বের হওয়া ঠিক নয়। তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি অংশ কেন বের হয় না যাতে তারা দ্বীন সম্পর্কে জ্ঞানের অনুশীলন করতে পারে এবং ফিরে আসার পর তাদের সম্প্রদায়কে সতর্ক করতে পারে যাতে তারা (অসদাচরণ) থেকে বিরত হয়?[11]

তাই মহিলাদেরও জ্ঞান অর্জন করে হক্ব ও বাতিলেরমধ্যে পার্থক্য জানতে হবে।

পরিবার যেহেতু দ্বীন অর্জনের প্রাথমিক স্থান, তাই আল্লাহ রব্বুল আলামীন মু’মিন পুরুষদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।[12]

এই আয়াতের অর্থ বুঝাতে আলী রাদীয়াল্লাহু আনহু এভাবে বলেছেন যে, ‘‘তোমরা নিজেরা শেখ এবং পরিবারবর্গকে শেখাও সমস্ত কল্যাণময় রীতি-নীতি এবং তাদের আদব শিক্ষা দাও এবং এসব কাজে অভ্যস্ত করে তোল।’’

---

[10] সূরা মুজাদালাহ, আয়াত ১১

[11] সূরা তাওবাহ, আয়াত ১২২

[12] সূরা আততাহরীম, আয়াত ৬

অতএব, মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষা অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[13]

রাসূলের নির্দেশ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য নারী পুরুষ উভয়কেই আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"ইলম তলব করা প্রত্যেক মুসলিমের (নর নারী) জন্য ফরজ।"[14]

তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মজলিশে নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই ব্যবস্থা থাকত, এবং নারীদের কাছ থেকে তিনি বিভিন্ন মাসালাহ শুনতেন এবং তাঁদের উত্তর করতেন। যদি দ্বীনি শিক্ষা তাঁদের জন্য প্রয়োজন নাই হত, তাহলে তিনি কখনোই মহিলাদের মজলিশের ব্যবস্থা রাখতেন না, তাঁদের প্রশ্নেরও উত্তর দিতেন না।

জ্ঞানের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে আরও বর্ণিত আছে,

"যে ব্যক্তি ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে কোনো পথ অবলম্বন করেছে আল্লাহ তা'আলা তার দ্বারা তাকে বেহেশতের পথ সমূহের একটি পথে পৌঁছে দেন।"[15]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রীতদাসীদের পর্যন্ত জ্ঞান অর্জনের তাগিদ দিতেন। বদর যুদ্ধে বন্দীদের শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, তাদের মধ্যে যে কেউ দশজন মুসলিমকে বিদ্যা শিক্ষা দিবে তাদের প্রত্যেককেই বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেয়া হবে।[16]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিখ্যাত হাদীস আমরা সবাই জানি, সেটি হলো, তিনি বলেছেন,

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়।"

এখানেও কিন্তু তিনি নারী বা পুরুষ নির্ধারণ করে দেননি। তার মানে হলো, এই জ্ঞান শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেয়া নারী পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য।

---

13 www.hadithbd.com/books/link/?id=10607

14 মুহাম্মদ ইবনে ইয়াযিদ, ইবনু মাজাহ্‌, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ২২৪

15 www.hadithbd.com/books/link/?id=10607

16 www.hadithbd.com/books/link/?id=10603

সাহাবীয়াতের আদর্শ: পুরুষ সাহাবীগণ যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করতেন, তেমনি মহিলা সাহাবীগণও নিঃসংকোচে জ্ঞান অর্জন করতেন। সুতরাং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যেমন পুরুষ মুফতী ছিলেন, তেমনি ছিলেন মহিলা মুফতী। উমর, আলী, যায়েদ ইবন সাবিত, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম প্রমুখ পুরুষ সাহাবীদের ন্যায় আয়েশা সিদ্দীকা, উম্মে সালমা, হাফসা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীগণও ফতোয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করতেন। মর্যাদাসম্পন্ন বহু পুরুষ সাহাবী তাঁদের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন এবং তাঁদের ফতোয়া মেনে নিতেন।

তিরমিযী শরীফে আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

“আমাদের মাঝে যখনই কোনো হাদীসের বিষয় নিয়ে সমস্যা দেখা দিত, আমরা তখনই আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান পেয়ে যেতাম।”

আমাদের পূর্বসূরিদের মাঝে অনেক আলিমা রয়েছেন, সাহাবিয়াতের সময় থেকে শুরু করে যুগে যুগে বহু আলিমা পৃথিবীর বুকে এসেছেন, সাহাবীর যুগের অন্যতম হাদীস মুখস্তকারী এবং আলিমা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন আইশা রাদীয়াল্লাহু আনহা। তিনি শুধু নিজেই বড় আলিমা ছিলেন তা নয়, তিনি বহু সাহাবীর হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষিকাও ছিলেন।

সাহাবা এবং তাবেয়ীদের যুগেও বিকল্প পন্থায় মহিলাদের ইসলামী শিক্ষার প্রচলন ছিল। সে যুগে মহিলাদের মধ্যে বড় বড় বিদূষী, বিজ্ঞানী এবং হাদীসবেত্তা বিদ্যমান ছিলেন। আয়েশা, আসমা, উম্মে দারদা, ফাতেমা বিনতে কায়েস রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না প্রমুখ মহিলা সাহাবীদের ইলমে যোগ্যতা ও ইসলামী আইন বিদ্যা সম্পর্কে তাবাকাতে ইবনে সাদ এবং মুসনাদে আহমদে বিবরণ রয়েছে।[17] এসবই আমাদের এই শিক্ষা দেন যে, মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষার প্রয়োজন রয়েছে।

পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষাদানের জন্য: যেহেতু মহিলারাই মায়ের জাতি, তাঁদের সন্তানদেরকে আলিম বানাতে হলে তাঁদের নিজেদের দ্বীনের জ্ঞান রাখতে হবে। মাদখাল নামক কিতাবে বর্ণিত আছে যে, অতীতে মুসলিম মনীষীদের পত্নীগণ ইসলামী শরীয়তের বিষয়াদি লিখে মহিলাদের নিকট ব্যাপকভাবে প্রচার ও

[17] www.hadithbd.com/books/link/?id=10603

শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়োগ করেন। যার ফলে তাঁদেরই গর্ভে বড় বড় আলেম, ফকীহ ও ইমামের জন্ম হয়। যাদের দৃষ্টান্ত বর্তমান বিশ্বে দূর্লভ।[18]

শিশুর নৈতিকতার পূর্ণ বিকাশের জন্যেও নারীদের দ্বীনি জ্ঞান অর্জন জরুরি।

সংসারজীবনের প্রয়োজনে: মহিলাদের দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে হালাল হারাম জায়েজ নাজায়েজ বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে তারা নিজের অজান্তেই অনেক পাপের সম্মুখীন হবেন। তাই নিজেকে পাপ থেকে দূরে রাখার জন্য মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব অপরিসীম।

সংসারের দৈনন্দিন প্রশ্ন করার ব্যাপারে আনসারী মহিলাগণ মুহাজির মহিলাগণের তুলনায় অগ্রগামী ছিলেন। তাই তাদের প্রশংসায় উম্মুল মুমিনীন আয়িশা রাদীয়াল্লাহু আনহা বলেছেন,

> “আনসারী মহিলারা কতই না ভাল! দীনের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে লজ্জা-শরম তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি।”[19]

নিজের আমলনামার প্রয়োজনে: বিচার দিবসে আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যেকের কৃতকর্মের ব্যাপারে আলাদা আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করা হবে। সর্বপ্রথম আমাদের যেই ৫টি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি,

> আবদুল্লাহ ইবন আবদুর রহমান (রহঃ) ..... আবূ বারযা আসলামী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বান্দার পা (কিয়ামতের দিন) নড়বে না যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার বয়স সম্পর্কে যে, কি কাজে সে তা শেষ করেছে; তার ইলম সম্পর্কে তদনুযায়ী কি আমল করেছে সে; তার সম্পদ সম্পর্কে কোথা সে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে; তার শরীর সম্পর্কে সে কিসে তা বিনাশ করেছে। সহীহ, প্রাগুক্ত, তাখরিজ ইকতিযাউল ইলমি আল আমল ১৫/১, তিরমিজী হাদিস নম্বরঃ ২৪১৭ [আল মাদানী প্রকাশনী][20]

---

[18] www.hadithbd.com/books/link/?id=10603

[19] মুসলিম, সহীহ্ মুসলিম, ১ম খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬১

[20] http://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=37774

এই ৫টি প্রশ্নের প্রথম তিনটিই কোনো না কোনোভাবে দ্বীনি ইলম ও আমলের সাথে জড়িত। তাই, নিজের আমলনামার খাতা ভারী করতে হলেও দ্বীনি শিক্ষা অর্জন জরুরী।

আত্মোন্নয়নের লক্ষ্যে: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আল্লাহ তাআলা যাকে প্রভূত কল্যাণ দিতে চান তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা দান করেন।"

নিজেকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হিসেবে দাবী করতে চাইলে দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করা জরুরি।

অন্য একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আলিমগণ নবীগণের ওয়ারিস।"

নিজেকে নবীগণের ওয়ারিস হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মত সৌভাগ্য কেবল তখনি অর্জিত হবে যখন একজন মহিলা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করবেন।

দাওয়াহর কাজে: অন্য নারীদের দাওয়াহর জন্যেও মহিলাদের দ্বীনের জ্ঞান অর্জন আবশ্যক। কেননা, নারীদের দাওয়াহর জন্য মূলত অন্য নারীর অগ্রগামিতা প্রয়োজন। গায়ের মাহরাম পুরুষ অন্য নারীকে আলাদা ভাবে দাওয়াহ দিতে পারবেন না। তাই মহিলারা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করে তার আশেপাশের মহিলাদের দাওয়াহ দিতে পারবেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির চেহারা উজ্জ্বল করে দিন, যে আমার কোনো হাদীস শুনেছে। অতঃপর অন্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে।"[21]

অতএব, অন্য মহিলাদের নিকট দাওয়াহ পৌঁছানোর জন্যেও মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষা অর্জন জরুরি।

সর্বোপরি, একজন নারী তার চারপাশে দ্বীনি পরিবেশ তৈরির জন্যেও দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

---

[21] সুনানে আবু দাউদ ২/৫১৫

উপসংহার

কুরআন কারীমের অসংখ্য আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য আদেশ করা হয়েছে। মহিলারাও সেই নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত। মহিলাদের আলোচনা পৃথকভাবে করা না হলেও ব্যতিক্রম কতিপয় বিধান ব্যতীত প্রায় অধিকাংশ বিধান পালনের ক্ষেত্রে মহিলারাও কুরআনের আদেশসূচক সম্বোধনের মধ্যে শামিল। সুতরাং প্রয়োজনীয় ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা যেভাবে পুরুষের উপর ফরজ, তেমনিভাবে নারীদের উপরও ফরজ।

সর্বশেষ একটি আয়াত দিয়ে আজকের আলোচনা শেষ করছি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَ اذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَ الْحِكْمَةِ

আল্লাহর আয়াত ও দ্বীনের জ্ঞানগর্ভ কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তোমরা সেগুলো স্মরণ করো।[22]

এখানেও নারী পুরুষ ভেদাভেদ করা হয়নি, তাই দ্বীনি শিক্ষা শুধু পুরুষদের জন্যই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মহিলাদেরও দ্বীনি শিক্ষা অর্জন প্রয়োজন।

এর মাধ্যমে এখানে "মহিলাদের জন্য দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করার গুরুত্ব ও ফজিলত" নাম্নী এই এসাইনমেন্টটি শেষ করছি।

ওয়া আখিরি দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রব্বীল আলামিন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

[22] সূরা আহযাব, আয়াত ৩৪